দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 NOV 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

বোর্ডের বই এবং ভুল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত আছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। বোর্ড জাতীয় লক্ষ্য ও প্রয়োজনের আলোকে শিক্ষাক্রম তথা পাঠ্যসূচী নির্ধারণ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা ও মুদ্রণ–বিতরণের সমুদয় দায়িত্ব পালন করে আসছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই গুরুদায়িত্ব পালনে সাফল্যের মাত্রার উপর যাবতীয় শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্য নির্ভরশীল। পাঠ্য নির্ধারণে কিংবা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কোনো পর্যায়ে যদি ভুল থেকে যায়, শিক্ষার তাবৎ আয়োজন ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পক্ষে মুদ্রিত বই–এর ভুল সংশোধন সম্ভব হওয়ার কথা নয়। ফলে ভুল ধারণা মনে গেঁথে যাওযার ফলে বিদ্যালয়ে অর্জিত শিক্ষা অশিক্ষায় পরিণতি পাওয়ার আশংকো জন্মায়।

পাঠ্যপুস্তকের ভুল নিয়ে সচেতন অভিভাবকদের স্পর্শকাতর প্রতিক্রিয়া তাই খুবই স্বাভাবিক। প্রতিবছরই বোর্ডের বই–এ ভুল নিযে বিস্তর লেখালেখি হয়ে থাকে। আমরা এ ধরনের প্রতিক্রিয়াকে স্বাগত জানাই এ জন্যে যে এর ফলে কিছু ভুল অন্তত সংশোধিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজের একজন অধ্যাপক ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই–এর একটি ভুলের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা এ প্রশ্নে বোর্ডের ব্যাখ্যা আশা করছি। তবে এ সঙ্গে আরো কিছু বক্তব্য আছে।

প্রথমই বলতে হয়, সংশ্লিষ্ট বইটির প্রচারের দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পথে। পুস্তক প্রণয়নের তাড়াহুড়ায় একটি ভুল ঢুকে পড়া অস্বাভাবিক কিছু না। (যদিও যে সতর্ক প্রক্রিয়ায় বোর্ডের বই প্রণীত হওয়ার কথা তাতে ভুলের প্রশ্রয় পাওয়া একান্তই অবাঞ্ছিত)। দু বছরেও বইটিতে সন্নিবেশিত ভুল বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের চোখে পড়বে না, এ কেমন কথা? এ ঘটনা আমাদের বিদ্যালয়গুলোর পঠন পাঠনের মান সম্পর্কেও সন্দিহান হতে বাধ্য করে। কেননা, এমন একটি সুস্পষ্ট ভ্রান্তি কোনো শিক্ষকের চোখেও ধরা পড়েনি। গোটা ব্যাপারটিতে আমরা তাই হতাশা ছাড়া অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে পারছি না। অবস্থা যদি এই হয়, বোর্ডের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা কি থাকে? খোলা বাজারের প্রতিযোগিতা বরং উন্নততর পাঠ্য বই-এর নিশ্চয়তা দিতে পারতো।

এ প্রসঙ্গে একটি কথাই বলার আছে। আর তা হচ্ছে এই বোর্ড যদি একচেটিয়া অধিকারকে যা খুশি তা করার কিংবা যেনতেনপ্রকারেণ দায় সারার ঢালাও অধিকার গণ্য করেন, এ অধিকার তাদের স্থায়ী হতে পারে না। বোর্ডের গাফলতি এমনিতেই এক বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এখনো সতর্ক না হলে অনুশোচনার সময়েরও অভাব ঘটতে পারে। আমরা আশা করবো, নতুন শিক্ষা বছর শুরু হওয়ার আগেই বোর্ড তাদের প্রকাশনাগুলো আবার যাচাই করে ত্রুটিমুক্ত করতে সচেষ্ট হবেন।